সংবাদ

তারিখ 14 NOV 2017 ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... ... কলাম ... ২ ... .

পাঠ্যবই প্রণয়নে প্রতি ধাপেই দুর্নীতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাঠ্যবইয়ে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ধারার ভাষা ব্যবহার এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষণীয় বলে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি)' এক গবেষণায় মন্তব্য করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহের সর্বমোট ২০টি ধাপের মধ্যে ১৬টি ধাপে সুশাসনের ঘাটতি, রাজনৈতিক প্রভাব ও অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শীদের প্রাধান্য, স্বজনপ্রীতি, আইনবহির্ভূত সম্মানী প্রাপ্তিসহ নানা অনিয়মের কারণে এনসিটিবিতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে।

গতকাল টিআইবির ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড : পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোরশেদা আক্তার। এসময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইনগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত হলেও এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সরকার এনসিটিবির সুপারিশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লেখক কমিটি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি ও টেকনিক্যাল কমিটিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য নিয়োগ চূড়ান্ত করে। বিষয়টি সরকারের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ায় এসব কমিটির সদস্য নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারায় তারা বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানসম্মত পাঠ্যবই সরবরাহ করা সম্ভব হয় না উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঠ্যবই লেখার মতো বিশেষায়িত বিষয় যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞ, জনবল ও কারিগরি দক্ষতার যথেষ্ট ঘাটতি থাকার তথ্যও এ গবেষণায় পাওয়া গেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এনসিটিবিতে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে

টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, এনসিটিবির দরপত্র কমিটির একাংশের বিরুদ্ধে পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে আগেই দর জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ এবং দরপত্র আহ্বানের পর এনসিটিবির কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মুদ্রণ, বাঁধাই ও লেমিনেশনের কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর কাজের বেশিরভাগই অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্টে দেয়ার তথ্যসহ অবৈধ আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে বিএসটিআই সনদবিহীন কাগজের কারখানাকে এনসিটিবি কর্তৃক কাগজ সরবরাহের কার্যাদেশ প্রদান করার অভিযোগ গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে।

এ ছাড়াও মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির প্রতিবেদন দেয়া, মুদ্রণ কাজে নিম্নমানের কাগজ ও কালির ব্যবহার, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুদ্রণ সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রদানের তথ্য গবেষণায় উঠে আসে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দাফতরিক বা সরকারি আদেশ না থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মিত কাজে এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানী নেন। এ খাতে ২০১৭ সালে ২৭ লাখ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা ও ২০১৬ সালে ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সর্বশেষ মহা হিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হলেও এখনও তা নিষ্পত্তি হয়নি।

জানা গেছে, এনসিটিবির কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই বিসিএস শিক্ষা

পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যবই : প্রণয়নে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাডারের কর্মকর্তা। তাদের প্রেষণে এখানে পদায়ন করা হয়। তারা একই কাজ করলেও নিয়মিত বেতনের পাশাপাশি বছরে ছয়টি বোনাস পান। এরপরও আবার বিভিন্ন কাজে সম্মানী গ্রহণ করে থাকেন। এ কারণে সংস্থাটি লোভনীয় পদে পরিণত হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে গবেষণায় বলা হয়, ১৯৭৩ সালের মুদ্রণ আইন অনুযায়ী যারা কাজ পাবেন তাদেরই তা করার কথা। কিন্তু বেশিরভাগই মুদ্রণ, বাঁধাই ও লেমিনেশনের ক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্টে দিয়ে থাকে। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বিএসটিআই সনদবিহীন মিলগুলোর কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে কাগজও কিনে থাকে। একাধিক কাগজ মিল মানসম্মত কাগজ সরবরাহ করতে না পারার অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত হলেও পরবর্তী বছরে তাদের কাছ থেকে কাগজ কেনা হয়। পর্যাপ্ত কাগজ উৎপাদনের সক্ষমতার ঘাটতি, সময়মতো কাগজ সরবরাহ করতে না পারা, চুক্তিবদ্ধ মাপ অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ না করলেও তাদের কাগজে বই ছাপা হচ্ছে। এনসিটিবির কর্মকর্তাদের একাংশের আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

১৬ দফা সুপারিশ

প্রতিবেদনে এনসিটিবির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ১৬ দফা সুপারিশ পেশ করেছে টিআইবি। এর মধ্যে রয়েছে, এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করা, শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বর্তমান পাঠ্যক্রমের প্রকাশ বা উন্মুক্তকরণ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবির বোর্ডে সদস্য হিসেবে নিয়োগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবির কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং সব তদন্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। এছাড়াও প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকদের সঙ্গে এনসিটিবির চুক্তির প্রথা প্রবর্তন, দক্ষতাসম্পন্ন লেখক নিয়োগ ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় লেখকদের সম্মানী নির্ধারণ এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে ই-টেন্ডারিং প্রথা চালু করা।

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবি ছিল মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে 'হিন্দু, খ্রিস্টান বা বিদেশি বলে মনে হয়' এমন নামের পরিবর্তে 'সুন্দর ইসলামি নাম' ব্যবহার করা হয়। পাঠ্যবই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে কোনো ধরনের সংলাপও প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি পাঠ্যবই থেকে ১১টি 'অনৈসলামিক' কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনী, এবং মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দ বাদ দেয়া। ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচটি পাঠ্যবই থেকে ১৬টি লেখা বাদ দেয়া হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী ১১টি কবিতাই বাদ দেয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। মাদ্রাসার ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিস্টান বা বিদেশি বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামি নাম দেয়া হয়েছে। এমনকি এনসিটিবির চেয়ারম্যান, যিনি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তার নাম মাদ্রাসার বইগুলোতে উহ্য রাখা হয়েছে।

সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দল দায়িত্ব পালন না করে অফিস সময়ে ইন্টারনেটে শেয়ার ব্যবসা, ব্যক্তিগত আলাপ, ব্যক্তিগত এনজিও ব্যবসা ও মুদ্রণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ৫৮টি ভুল শোধরানো হলেও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আবার ২০টি ভুল হতে দেখা যায়। স্বজনপ্রীতি ও তদবিরের মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন নয় এমন সদস্যকে প্রুফ-রিডার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ট্রাই আউটের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তথ্য ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় না। কারিকুলাম অনুসরণ না করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয়। লেখকদের অজ্ঞাতে পাঠ্যবইয়ে লেখা সংযোজন-বিয়োজন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা পরিবর্তনে সম্পাদকদের বাধ্য করা হয়।

গবেষণায় এনসিটিবির নানা অনিয়মের তথ্য তুলে ধরে মোরশেদা আক্তার জানান, এনসিটিবির পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত ও তা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে গবেষণাটি অক্টোবর ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৭ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়। গুণগত এ গবেষণায় এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তা, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীর সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদনসহ গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন পর্যালোচিত হয়েছে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'যে সরকারই যখন ক্ষমতায় থাকে, তাদের খুশিমতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে রাজনৈতিক বিবেচনায়। আবার যখন তারা ক্ষমতার বাইরে থাকে, তখন আবার নতুন সরকার, পরবর্তী সরকার যারা আসে, তারা সেগুলোকে পরিবর্তন করে আবার নিজের মতো করে ফেলে। যার ফলে আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম, তারা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গাটা হচ্ছে যে মেধাভিত্তিক সমাজ, সুশিক্ষিত সমাজ গঠন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানে যদি এ ধরনের প্রবণতা থাকে, তাহলে এটি জাতির ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত বলে আমি মনে করি।' ইফতেখারুজ্জামান বলেন, মেধাভিত্তিক সমাজ গঠনে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার বাস্তবায়নকারী সংস্থা এনসিটিবি কর্তৃক সম্প্রতি একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন ও সংশোধন আনা হয়েছে, যার অনেক কিছুই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মৌলিক চেতনার পরিপন্থী।